১৫
আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-এ
জাতির পিতাসহ
শাহাদাত বরণকারী সবার প্রতি বিনম্র
শ্রদ্ধা

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
.... অবিরাম বিদ্যুৎ

শোকাবহ
আগস্ট

শোক হোক সোনার বাংলা বিনির্মাণের শক্তি

১৫ আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস

বাণী

১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন। শোকাবহ এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদদেরকে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হন। একই সাথে শহীদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ আরো অনেকে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এরই অংশ হিসাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গ্রাহকদের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দিতে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আজকের এই শোকাবহ দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রকৌশলী মোঃ আজহারুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওজোপাডিকো, খুলনা।

১৫ আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	লেখক/রচয়িতা	পৃষ্ঠা
চেতনায় বঙ্গবন্ধু	প্রকৌঃ মোঃ আরিফুর রহমান	০৩
দীর্ঘশ্বাস	কামরুজ্জামান	০৩
রক্তে রঞ্জিত আগস্ট	বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ মোস্তাক হোসেন	০৪
অজানা কথা	প্রকৌঃ মোঃ রুহুল আমিন লিংকন	০৫
১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল	লিটন মুন্সী	০৯
ছবি গ্যালারি		১০

চেতনায় বঙ্গবন্ধু

প্রকৌঃ মোঃ আরিফুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর রক্তে উত্তপ্ত
জ্বালাময়ী ভাষণ শুনেও
আমি জঙ্গী চিনতে পারিনি।

জাতির পিতার অভেদ্য চোয়াল
অস্ত্র অপেক্ষা তীব্র কণ্ঠস্বর
সাত কোটি মানুষের ইশারার তর্জনী
আর ছাপ্পান্ন হাজার বুকভরা ভালবাসা
নিশ্চিত জেনেও আমি
শিখতে পারিনি, গাইতে পারিনি
জয় বাংলা বাংলার জয়গান,
এ যে তোমার বাংলায়, আমার অপমান।

*প্রকল্প পরিচালক
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ
ও
আপগ্রেডেশন প্রকল্প
ওজোপাডিকো, খুলনা।

দীর্ঘশ্বাস

কামরুজ্জামান

যুগ যুগ ধরে বাঙালী জাতি
করছে স্মরণ তোমায়,
সব হারালেও, মুছেনি সে স্মৃতি
চলে গেছে শুধু সময়।
নিঃশ্বেষ করেছ নিজের জীবন
গড়তে সোনার দেশ,
অবশিষ্ট কাজ করবো মোরা
যেটুকু হয়নি শেষ।
সিক্ত হয়েছে বাঙালীর আঁখি
রক্তে ভিজেছে মাটি,
ভুলবনা মোরা ভুলবনা কখনও
বজ্র কণ্ঠের বাণী।
বক্ষে তোমার গুলি চালিয়ে
রক্ত ঝরিয়েছে ওরা,
হত্যাকারী পরিচয় তাই
হত্যা করেছে যারা।
যতদিন রবে এই ধরণী
থাকবে আকাশ বাতাস,
তোমার কীর্তি রয়ে যাবে শুধু
থাকবে দীর্ঘশ্বাস।

*সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব)
আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর
ওজোপাডিকো, ফরিদপুর।

রক্তে রঞ্জিত আগস্ট

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ মোস্তাক হোসেন

নীরব নিথর নিস্তব্ধ নিঝুম রাত
ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষ পশু পাখি
ক্লান্তি ভরা অসাড় দেহ এলিয়ে
ঘুমাই সবাই বুজে আঁখি।

ঘুম ভাঙে অস্ত্রের ঝনঝনানি গুলির শব্দে
কাঁপে ধানমণ্ডির ৩২ নং দ্বিতল বাড়ি
নির্মম নিষ্ঠুর নির্দয় পাষণ্ড হায়েনার দল
ঘেরাও করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি তড়িঘড়ি।

রক্তে রঞ্জিত লাশের স্তুপ
বাড়িতে রইলো পড়ি
বাঁচতে চেয়েছিল শেখ রাসেল
মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি।

রক্তের হোলি খেলায় মেতে
হায়েনার দল করে উল্লাস
স্বঘোষিত কণ্ঠে করে প্রচার
মুজিব পরিবারের করেছি সর্বনাশ।

দাম্ভিকতা চূর্ণ হয়েছে আজ
ভূলুণ্ঠিত হয়েছ তাদের শক্তি
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা
পেয়েছে এখন মুক্তি।

বারেবারে আসে ১৫ই আগস্ট
শিহরিয়া উঠে মন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে
হৃদয়ে রাখি সর্বক্ষণ।

শোকাহত শোকের মাস
বাঙালি জাতি করে পালন
পরপারে গিয়েও বঙ্গবন্ধুকে
সবাই হৃদয়ে করি ধারণ।

মোঃ ফখরুল আলম-এর পিতা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকো, বরিশাল।

১৫ আগস্টের দণ্ডপ্রাপ্ত খুনিদের খোঁজার কিছু জানা

অজানা কথা

প্রকৌঃ মোঃ রুহুল আমিন লিংকন

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরের দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও পরিবারের সদস্যসহ মোট ১৮ জন।

ইতিহাসের এই নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের নির্মম শিকার হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা কামাল, মেজ ছেলে শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী জামাল, ছোট ছেলে শিশুপুত্র শেখ রাসেল, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছোট মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত, কনিষ্ঠ শিশুপুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত আবদুলাহ বাবু, ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নঈম খান রিন্টু এবং কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ।

১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় এসে কুখ্যাত ইনডেমিনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের পথ খুলে যায়, গঠন করা হয় একটি টাস্কফোর্স। এই টাস্কফোর্সের কাজ ছিল বঙ্গবন্ধুর খুনিরা বিদেশে কে কোথায় লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করা এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা। এ কাজে যিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চষে বেড়িয়েছেন, তিনি হলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব অ্যাম্বাসেডর ওয়ালিউর রহমান। তার দুই হাত হিসেবে কাজ করেছেন NSI এর তৎকালীন মহাপরিচালক মশিউর রহমান ও সিআইডির তৎকালীন প্রধান ও অতিঃ ডিআইজি আব্দুল হান্নান। তিনজনের মধ্যে একমাত্র ওয়ালিউর রহমান বর্তমানে বেঁচে আছেন। খুনিদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খুঁজতে গিয়ে তাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন ওয়ালিউর রহমান। একটি সংবাদমাধ্যমকে দেয়া তার সেই সাক্ষাৎকার নীচে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

খন্দকার আবদুর রশিদকে খোঁজার মিশন

তাদের কাছে খবর ছিল ১৫ আগস্টের অন্যতম খুনি খন্দকার আবদুর রশিদ আফ্রিকার কোনো দেশে আছেন, খুব সম্ভবত লিবিয়ায় থাকতে পারেন। গাদ্দাফি তখন ক্ষমতায়। ওয়ালিউর রহমান এভাবে সেই ঘটনার বর্ণনা দেন-

'আমাদের প্রথম টার্গেট লিবিয়ার বেনগাজি। সেখানে আমাদের কর্নেল গাদ্দাফির সঙ্গে বৈঠক ঠিক করা হলো। দিন-তারিখ

ঠিক করা হলো। আমাদের এই লিবিয়া অভিযানে সহায়তা করেছিলেন গাদ্দাফির হাউস স্পিকার অব পার্লামেন্ট আব্দুর রহমান আল শারগাম। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি যখন রোমে বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর, উনি তখন লিবিয়ার অ্যাম্বাসেডর। তিনি আমাকে বললেন, তোমরা প্লেনে এসো না। এতে সবাই তোমাদের আসার খবর জেনে যাবে এবং তোমাদের নামও জেনে যাবে। আমাদের হাতে দুইটা উপায় ছিল। হয় আমাদের মিসর হয়ে গাড়িতে করে যেতে হবে না হয় কায়রো থেকে মাল্টা হয়ে স্টিমারে করে যেতে হবে। আল শারগাম আমাদের গাড়ি ও স্টিমারের রুট ঠিক করে দেন। আমরা কায়রো থেকে ওনাকে ফোন দিলাম। উনি গাদ্দাফির সঙ্গে আমাদের মিটিংয়ের ডেট ঠিক করলেন। কথা হলো, আমরা যাব, উনি সবাইকে কল করবেন এবং খুনিদের আমাদের হাতে তুলে দেবেন। তখন ডালিমসহ সবাই বেনগাজিতে বড় একটি ঘাঁটি তৈরি করেছে। প্রথমে আমরা কায়রো থেকে গাড়িতে করে রওনা হলাম। আমাদের বলা হয়েছিল, শীতের সময় ওয়েদার ভালো থাকে, সমস্যা হবে না। কিন্তু মরুভূমিতে ভয়ংকর মরুঝড়ের কারণে আমাদের ফিরে আসতে হল। পরে স্টিমারে করে কায়রো থেকে মাল্টা পৌঁছলাম। ইউরোপের ছোট দেশ মাল্টা। মাল্টা একটা অদ্ভুত জায়গা। সারা পৃথিবীর যত স্পাই এজেন্সি আছে, তাদের সবাই আছে এখানে! মাল্টা হলো সেন্টার ফর অল দ্য স্পাইজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড। মাল্টায় আমাদের হোটেলের পাশে একজন ভারতীয় কনসাল জেনারেল ছিলেন। তিনি আমাদের সতর্ক করে বললেন, "অ্যাম্বাসেডর, বি কেয়ারফুল। মাল্টাতে আপনাদের এক্সট্রিম কেয়ারফুল থাকতে হবে। কারণ আপনারা এখানে এসেছেন, কেন এসেছেন, সবাই তা অলরেডি জেনে গেছে। দিস ইজ মাল্টা, এখানে গোপন বলে কিছু নেই। এখানে যা আন্ডারগ্রাউন্ড, তাই ওভারগ্রাউন্ড।"

যাত্রার আগের দিন রাত আড়াইটার দিকে হঠাৎ দরজায় ঠক ঠক শব্দ। আমি দরজা খুললাম। দরজায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং মাল্টার পুলিশ কমিশনার। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এত রাতে! 'উনি বললেন, প্লিজ ডোন্ট আস্ক মি অ্যানি কোয়েশ্চেন মি. অ্যাম্বাসেডর। প্লিজ কাম কুইকলি। তিনি বললেন, আপনাদের খুন করার জন্য কেউ এখানে ভাড়াটে খুনি পাঠিয়েছে। দ্রুত আমার সঙ্গে বের হয়ে আসুন।

তার সাথে আমরা গেলাম পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। পরে আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে নতুন টিকিট করে, নতুন এয়ারলাইনসে করে আমাদের মিলানে পৌঁছে দেয়া হলো। পৌঁছেই আমি কল করলাম অ্যাম্বাসেডর শারগামকে। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সব খবর জানি। আমি তোমাদের ফোন দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা ধরছ না। (তখন তো মোবাইল ফোন নেই। উনি কল করছিলেন হোটেলের ফোনে। আমরা তো তখন দৌড়ের ওপর) তোমরা আসতে পারছ না, সেটা আমি জানি। মাল্টায় কী হচ্ছে, ত্রিপোলিও তা জানে। রশীদ খুনি পাঠিয়েছে, তা আমি লিডারকে (গাদ্দাফি) জানিয়েছি।

আমাদের অভিযান আল্টিমেটলি ব্যর্থ হলো। খুনিরা আগেই আমাদের আসার খবর জেনে গা ঢাকা দিয়েছে। লন্ডনে তাদের আরেকটা ঘাটির খবর পেয়ে আমরা দ্রুত মিলান থেকে লন্ডন চলে গেলাম। যুক্তরাজ্যের পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, গোয়েন্দা সংস্থা MI-5 ও MI-6 কে সঙ্গে নিয়ে লন্ডন থেকে ৩০-৪০ মাইল দূরে নর্থ ইস্ট কেন্ট বলে একটি জায়গায় গেলাম আমরা। সেখানে পাশাপাশি দুটো বাড়ি ছিল। এর একটিতে ছিল খুনিদের ঘাঁটি। তাদের ইউরোপের দুটি ঘাঁটির একটি ছিল মিলানে, অপরটি এই লন্ডনে। লন্ডনের এই বাড়িতে তারা বছরে দুই-তিনটি মিটিং করত। সবাই এক হতো এখানে। তিনতলা বাড়ি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকেরা গিয়ে প্রথমে দরজা ধাক্কাল। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করল। সব ঠিকঠাক আছে, বিছানা-বালিশ। কেউ তখন না থাকলেও বোঝা গেল এখানে নিয়মিত লোকজন আসা যাওয়া করে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড দুটো কাঠ নিয়ে এসে বাড়িটি সিলগালা করে দিল। আমাদের আসার খবর জেনে রশিদ পালিয়ে যাওয়ায় এ যাত্রায় আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় সে।"

আব্দুল আজিজ পাশাকে ধরা হলো না

"বঙ্গবন্ধুর খুনিদের একজন আব্দুল আজিজ পাশা। তিনি তখন জিম্বাবুয়েতে জাঁদরেল ব্যবসায়ী। রবার্ট মুগাবে তখন ক্ষমতায়। মুগাবে সরকারের খুব ঘনিষ্ঠজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাকে আনতে জিম্বাবুয়েতে গিয়েছিলাম আমরা। অভিজ্ঞতাটা মোটেও সুখকর ছিল না। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল পুরো জিম্বাবুয়ে। প্রথমে আমরা তার সোশ্যাল সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করি। তিনি বললেন, অ্যাম্বাসেডর, কোনো ব্যাপারই না। তিনি বললেন, আমাদের তো একটা এনজিও আছে। সেখানে কিছু ডোনেশন দিন। আমি বললাম, কত বলুন। আমরা তো টাকা নিয়ে আসি নাই। তখন তিনি ৫ হাজার ডলার দাবি করে বসলেন। দেন দরবার করে তখন আমাদের হাইকমিশনারের কাছ থেকে ধার করে তাকে দুই হাজার ডলার দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে মেইল করলাম। প্রধানমন্ত্রীও দেরি না করেই আমাদের তা পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর আমাদের সরাসরি প্রেসিডেন্ট মুগাবের কাছে গিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি হাত মেলালেন, কফি অফার করলেন। এরপর বললেন, দেখুন আপনারা কেন এসেছেন আমি জানি। ও (আজিজ পাশা) আমাদের কাছেই আছে। আমরা ওকে দেখে রেখেছি। তাকে তো আমরা ছাড়তে পারব না।

আমি বললাম, দেখুন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপনার কলিগ ছিলেন। আপনি তাকে চিনতেন। কমনওয়েলথে তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে। তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার খুনিকে আপনারা সাপোর্ট করছেন। আশ্রয় দিচ্ছেন। এটা কি ঠিক? আপনি তাকে বিচারের জন্য ছাড়বেন না?

তখন মুগাবে বললেন, "দেখুন, আমার ওয়াইফ মারা গেছেন। তার নামে একটি ওয়েলফেয়ার ফান্ড আছে। আপনারা সেই ফান্ডে কিছু টাকা দিন।" আমি বললাম, আমরা টাকা নিয়ে আসিনি। আপনার সঙ্গে দেখা করতেই আমাদের দুই হাজার ডলার ডোনেশন দিতে হয়েছে। তিনি আমাদের কাছে ১০ মিলিয়ন ডলার দাবি করলেন। অন্যথায় আজিজ পাশা কে হ্যান্ড অভার করবেন না তিনি তা সাফ জানিয়ে দিলেন।

আমি মুগাবেকে বললাম, দেখুন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আপনাকে চিঠি লিখেছেন। আপনি যখন পশ্চিমাবিরোধী বিদ্রোহ করেছিলেন, আমরা তখন আপনাকে সমর্থন করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, " আপনারা যাই বলেন না কেন, ৫ মিলিয়নের নিচে আমি পাশা কে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব না।" তখন আমরা বের হয়ে এসে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে জানাই। টাকার অংকে হিউজ হওয়ায় আমরা তা দিতে রাজি হইনি। হাত ফসকে যায় আজিজ পাশা। এর দুই বছরের পর পাশার মৃত্যুর খবর পাই আমরা।

শরিফুল হক ডালিমকে ধরতে কেনিয়ায়

ডালিমকে খুঁজতে আমরা গেলাম কেনিয়াতে। কেনিয়ার অভিজ্ঞতা জিম্বাবুয়ের চেয়েও খারাপ। আমরা নাইরোবিতে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্টেট মিনিস্টার, কতজনের সঙ্গে যে বসেছি। কিন্তু তারা শুরু থেকেই খুনিদের ফিরিয়ে দিতে নারাজ ছিল। খুনিদের সঙ্গে তাদের প্রশাসনের বংশপরম্পরায় ব্যবসা ছিল। নাইরোবির সবাই ছিল করাপ্ট ম্যান। আমরা দেয়ালে মাথা ঠুকেও কিছু করতে পারছিলাম না।

জিম্বাবুয়েতেও আমরা শিওর ছিলাম, মুগাবেকে টাকা দিতে রাজি হলে আজিজ পাশাকে ফেরত পেতাম। কিন্তু কেনিয়াতে কেউই এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হলো না। ডালিম সেখানে চতুরতার সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি সেখানকার নামকরা পলিটিশিয়ান সিনেটর। মাল্টি-মিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী। এবারো হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো আমাদের।

থাইল্যান্ড থেকে বজলুল হুদাকে ফেরত আনার অজানা কাহিনী

বঙ্গবন্ধু হত্যার আত্মস্বীকৃত এই খুনিকে ব্যাংকক থেকে ফেরত আনার ব্যাপারে গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন থাইল্যান্ডের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আকরামুল কাদের। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই বজলুল হুদাকে ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আকরামুল কাদের বলেন, 'ঘটনার শুরু হয় আমার নিয়োগের পরপরই। পরিষ্কার মনে আছে, নিয়োগের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। আলোচনার একপর্যায়ে বজলুল হুদার প্রসঙ্গ আসে এবং তিনি আমাকে বলেন, বজলুল হুদা ব্যাংককের জেলেই আছে। আপনি চেষ্টা করবেন তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার।'

আকরামুল কাদের থাইল্যান্ডে পৌঁছানোর আগেই ওই বছরের জুলাই থেকে বজলুল হুদা জেলে ছিল। বজলুল ছিল ক্লেপটোম্যানিয়াক অর্থাৎ কারণে-অকারণে যারা চুরি করে। শপ-লিফটিং তথা দোকান থেকে চুরির অভিযোগে থাই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। থাই কর্তৃপক্ষ তার পাসপোর্ট সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসে পাঠিয়েছিল এনডোর্সমেন্টের জন্য। ওই সময় কনস্যুলারের দায়িত্বে ছিলেন হানিফ ইকবাল। হানিফ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি একটি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু হাতে পেয়েছেন এবং তিনি তা ধরে রেখেছিলেন। কখনোই তিনি পাসপোর্টটি থাই কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত দেননি। ঢাকায় যখন বিষয়টি জানানো হয়, তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থাই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। তাদেরকে জানায় বজলুল হুদা কে, কী করেছে এবং কেন তাকে বাংলাদেশে খোঁজা হচ্ছে। পরে বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় দেশে এনে ফাঁসি কার্যকর করা হয় তার।

এ এম রাশেদ চৌধুরী কে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আনতে সরকারের প্রচেষ্টা

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে রাশেদ চৌধুরী ব্রাজিল থেকে ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ২০০৪ সালে দেশটিতে পলিটিক্যাল এসাইলামে আছেন তিনি। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলে রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ফাঁসির আসামি বলে তাকে ফেরত দিতে অনীহা দেখিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। রাশেদকে ফেরত দেওয়ার জন্য ২০১৮ সালে দুবার এবং ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর সঙ্গে একাধিক বৈঠকে রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত পাঠানোর দাবি তোলেন।

২০২০ সালের জুনে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় রাশেদ চৌধুরীর রাজনৈতিক আশ্রয়সংক্রান্ত মামলার নথি তলব করেছিল। এতে সরকার তাঁকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আশাবাদী হয়। কারণ, মামলাটি পুনরায় সচল হলে রাশেদ চৌধুরীর রাজনৈতিক আশ্রয় বাতিল হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পালাবদলের পর সে প্রক্রিয়া অনেকটা মন্থর হয়ে গেছে।

নূর চৌধুরী কে কানাডা থেকে ফেরত আনার প্রচেষ্টা

আরেক স্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরী বর্তমানে কানাডায় অবস্থান করছেন। ১৯৯৬ সালে প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নূরকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দেওয়া হয়। ২০০৪ সালে একবার এবং ২০০৭ সালে একবার নূরকে দেশে ফেরত পাঠাতে চায় কানাডা। কিন্তু তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত সরকার বিষয়টি নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখায়নি।

২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে নূরকে আবার ফেরত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালের জুলাইয়ে কানাডার ফেডারেল কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় নূর চৌধুরীর অবস্থানসংক্রান্ত তথ্যের বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার আবেদন করা হয়। পরের বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর কোর্ট বাংলাদেশের পক্ষে রায় দেয়। অর্থাৎ নূর চৌধুরীর অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য জানানোর জন্য কানাডা সরকারকে নির্দেশ দেয়। তবে এ বিষয়ে কানাডার সরকার এখনও কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে জড়িত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ১২ জন আসামির মধ্যে ২০১০ সালে সৈয়দ ফারুক রহমান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও মুহিউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। আরেক খুনি আজিজ পাশা ২০০১ সালের জুনে জিম্বাবুয়েতে মারা যান। আবদুল মাজেদকে ২০২০ সালের ৬ এপ্রিল রাজধানীর গাবতলী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঐ বছরের ১১ এপ্রিল রাতেই তাঁর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। পলাতক পাঁচ খুনির মধ্যে খন্দকার আবদুর রশিদ, শরিফুল হক ডালিম ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিনের অবস্থান সম্পর্কে সরকারের কাছে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। তাদের অবস্থান কেউ জানাতে পারলে সরকার তাকে পুরস্কৃত করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর খুনি নূর ও রাশেদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য থাকায় তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি কার্যকর করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে হত্যার পিছনের কুশীলবদের খুঁজে বের করতে গঠিত হয়েছিল ওয়ারেন কমিশন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিল তাদের খুঁজে বের করতে সরকার যেন ওয়ারেন কমিশনের মতো একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করে, এটাই এখন সময়ের দাবী।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাপিডিয়া।
২. বিভিন্ন পত্রিকার কলাম।

*সহকারী প্রকৌশলী
স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প
সদর দপ্তর, ওজোপাডিকো, খুলনা।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল

লিটন মুন্সী

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই দিন বাংলাদেশের জাতীর পিতা তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে কয়েকজন বিপথগামী নর-পিশাচের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। আমি তখন অনেক ছোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি। নিত্য দিনের মত ওই দিনও আমি স্কুলের বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হই, পথিমধ্যে সহপাঠীদের বাড়ী ফিরে আসতে দেখে প্রশ্ন করতেই ওরা জানালো যে, বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে মারা গেছেন আজ আর স্কুল হবেনা। এভাবে জাতীর পিতার স্বপরিবারে শহীদ হওয়ার খবরটি প্রথম জানতে পারি।

যেহেতু ছোট ছিলাম, সেহেতু তখন অনেক কিছুই জানতে পারি নাই। বড়রা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে বলেছে তাই শুনেছি আর বিশ্বাস করেছি। এখন দিন বদল হয়েছে, তথ্য প্রযুক্তির কারণে মানুষ সবকিছু জানতে পারছে। কারো ব্যক্তি স্বার্থে কোনো কিছু এখন আর গোপন রাখা যায় না। তাই সেদিনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার বিস্তারিত বিষয় ও কারণ বর্তমান প্রজন্ম সঠিকভাবে আজ জানতে পারছে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল, পশ্চিম পাকিস্থানের হানাদার বাহিনী নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এদেশের মুক্তি পাগল মানুষ ও মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে। দেশ স্বাধীন হয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত এই বাংলার মাটিতে ওইদিন বিজয়ের লাল রক্তমাখা সূর্য উদিত হয়। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ আর দুই লক্ষ মা-বোনের সম্মানের বিনিময়ে আমরা এই বিজয় লাভ করি। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এই দেশ একটি বিধ্বস্ত দেশে পরিণত হয়। দেশ স্বাধীনের পর আমরা মুক্ত স্বাধীন দেশে বাস করলেও বঙ্গবন্ধু তখনও পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল এর লজ্জাজনক পরাজয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের চাপের মুখে পাকিস্তানী শাসক তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী দীর্ঘ দশ মাসের কারা ভোগকারী বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর দু-চোখ নেমে আসে আনন্দের অশ্রু-ধারা।

সর্বপ্রথমে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে কাজ যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই বাংলাকে পূনর্গঠনের কাজে তিনি মনোনিবেশ করেন। তিনি দিন-রাত বাংলাদেশের এ-প্রান্ত থেকে অন্য-প্রান্ত পর্যন্ত নিরলসভাবে ছুটে বেড়িয়েছেন। গণমানুষের দুঃখ- দুর্দশা তিনি নিজ চোখে দেখে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পুনর্বাসনের কাজে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলার মানুষ যখন নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে যখন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে ঠিক তখনই ১৯৭১ সালের পরাজিত পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর এদেশীয় বিশ্বাসঘাতক কিছু বিপথগামী দোসর এ দেশের মাটি, ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত আর দুই লক্ষ মা-বোনের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙ্গালী জাতির প্রাণ-প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে তপ্ত বুলেটের আঘাতে নিহত করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতের শেষ প্রহরে, যখন নতুন দিনের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। এমন সময় নর-পিশাচরা একজন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেনানিবাস থেকে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের দিকে এগিয়ে আসে। তারা বৃষ্টির মত তপ্ত বুলেট ছুঁড়ে এক প্রকার জোর করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ভিতরে প্রবেশ করে। সামনে যাকে পায় তাকেই তপ্ত বুলেটের আঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত করে। গুলি বর্ষণের মাঝেও অকুতোভয় জাতির জনক তিনি দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে থাকেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বিপথগামীরা তাঁর কথা শুনবে, শান্ত হবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি দিয়ে নামার আগেই তপ্ত বুলেটের আঘাতে তাঁর বুক ঝাঁঝরা করে নির্দয় ঘাতকের দল। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় বাংলার অবিসংবাদিত নেতার জীবন আর অসহায় বাঙ্গালীর স্বপ্ন। ওই নর-পিশাচরা এতটাই নিষ্ঠুর ছিল যে, বঙ্গবন্ধুর নয়নের মনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলকেও রেহাই দেয় নাই। বুলেটের আঘাতে তার ছোট্ট বুকটা ঝাঁঝরা করতেও তাদের বুক একটুও কাঁপেনি। এভাবেই বাংলার নিপীড়িত গণমানুষের স্বপ্নের মানুষটিকে স্বপরিবারে হত্যা করে বাংলার ইতিহাস থেকে তাঁর নাম আর কৃতিত্ব মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বিদেশে থাকার কারণে তারা বেঁচে যান।

এ দেশের লক্ষ কোটি জনতা সেদিন হতবিহ্বল হয়ে শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদের ভাষা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। নর পিশাচরা চেয়েছিল বাংলার মাটি থেকে বাঙ্গালী জাতির প্রাণ-প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ও নিশানা চিরদিনের জন্য মুছে দিতে। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন কোনো দিনই পূরণ হয়েনি। ব্যক্তি মুজিবকে হয়তো তারা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু যে মুজিব বাংলার লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ের গহীনে ঠাঁই করে নিয়েছে তাকে কিভাবে তারা সরাবে।

বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আবারও আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছে। আমরা দেশবাসী আশা করি বঙ্গবন্ধুর সকল স্বপ্ন অচিরেই পূরণ হবে।

*উচ্চমান হিসাব সহকারী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকো, খুলনা।

জাতীয় শোক দিবস-২০২২ এর র‍্যালি

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

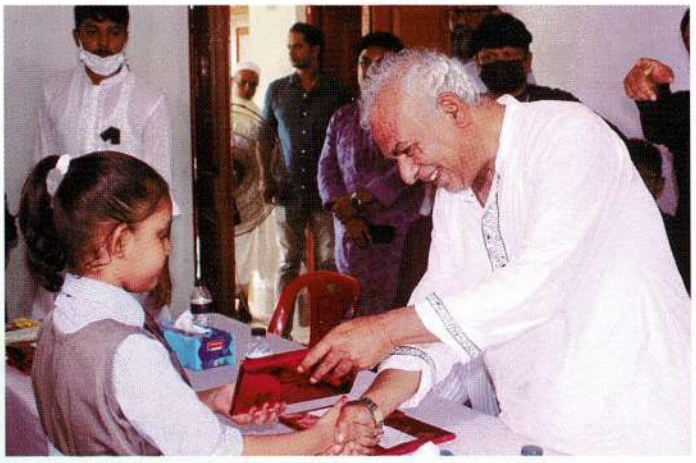

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ওজোপাডিকো হাইস্কুল কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ কার্যক্রম

জাতীয় শোক দিবস-২০২২ এর র‍্যালি

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ওজোপাডিকো'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের পুষ্প স্তবক অর্পণ

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ আজহারুল ইসলাম

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের পূর্বাহ্নে ওজোপাডিকো সদর দপ্তরে
জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ওজোপাডিকোর কর্মকর্তাবৃন্দ

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

গ্রাহক সেবা ও তথ্য অনুসন্ধানের জন্য কল করুন ১৬১১৭

ওজোপাডিকো
আপনার সেবায় নিয়োজিত

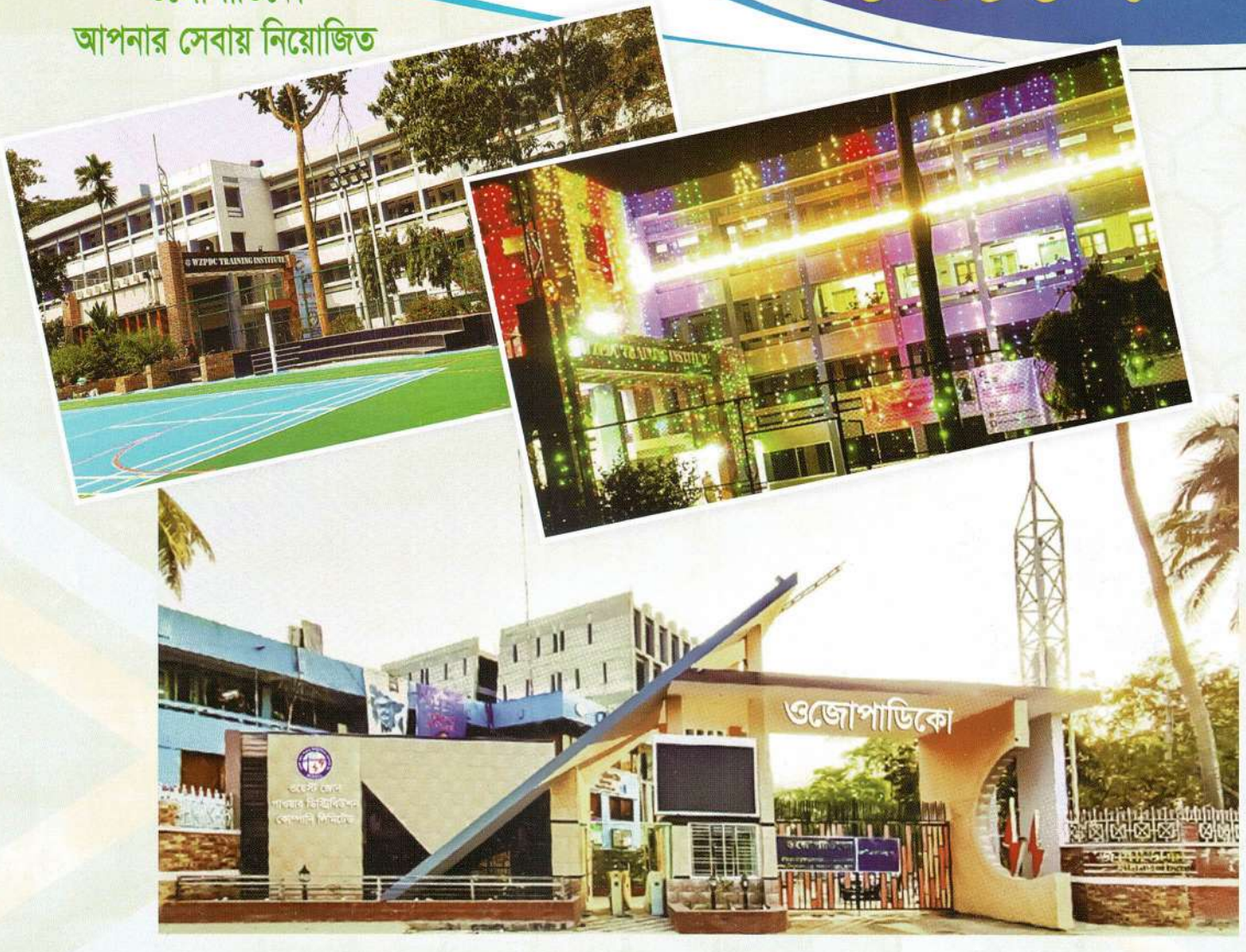

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা মেইন রোড, খুলনা-৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২৪৪-১১১৫৭৪, +৮৮০-২৪৪-১১১৫৭৫, +৮৮০-২৪৪-১১১৫৭৬, ফ্যাক্স: +৮৮০-৪১-৭৩১৭৮৬
ই-মেইল: md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com | web: www.wzpdcl.org.bd